16

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 29 OCT 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

# ছাত্রী উপবৃত্তি এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে চলছে ব্যাপক অনিয়ম

সাঁথিয়া (পাবনা), ২৮শে অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ছাত্রী উপবৃত্তি এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে চলছে ব্যাপক অনিয়ম।

পাবনা জেলার ৯টি থানায় প্রায় সাড়ে ১৪শ' ভুয়া ছাত্রীর নাম বাদ দেয়া হয়েছে উপবৃত্তির তালিকা থেকে। এই কর্মসূচীর শর্ত অনুযায়ী উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের অবিবাহিতা হতে হবে। তাছাড়া তাদের শতকরা ৪৫ ভাগ মার্ক ও ৭৫ ভাগ উপস্থিতি থাকতে হবে। উল্লিখিত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় '৯৫ সালের নভেম্বর মাসে ৩৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৬শ' ৭০ জন ছাত্রীর উপবৃত্তি অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে শুধুমাত্র চাটমোহর সদরের বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়েই অযোগ্য ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ৪শ' ৪০ জন। চলতি অর্থবছরের ৪১টি বিদ্যালয়ের ১ হাজার ৪শ' ৫৩ জন ছাত্রীকে উপবৃত্তিপ্রাপ্তিতে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। সাঁথিয়া, সুজানগর ও ঈশ্বরদী থানায় বেশ কিছু অযোগ্য ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সাঁথিয়ার খয়ের–বাড়িয়া শহীদ আহমেদ রফিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪৩ জন ছাত্রীকে ভুয়া তালিকাভুক্ত দেখানো হয়। তদন্তে তা ভুয়া প্রমাণিত হয় এবং বাতিল করা হয়।

ছাত্রীরা পড়া অবস্থাতেই বিয়ে হয় এবং পড়া চালিয়ে যায় এবং গড় হাজির থাকা ছাত্রীদের তালিকা সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থানা প্রজেক্ট অফিসারকে প্রদান বা অবহিত করার দায়িত্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের; কিন্তু রহস্যজনক কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষ তা জানান না। স্কুলে হাজিরার বিষয়টিও কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। অজ্ঞতার কারণেও কিছু বৃত্তি বাতিল হয়েছে। এগুলো বাতিল করেছেন থানা প্রকল্প কর্মকর্তাগণ তদন্তের পর। বিয়ে, গড়হাজিরা ইত্যাদি বিষয় অভিভাবকদের জানাই নেই। এ ব্যাপারে অভিভাবকদের অভিযোগ হলো ঃ উপবৃত্তির শর্তের ব্যাপারে প্রথমদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের অবহিত করেননি। বরং শিক্ষকরা এই কর্মসূচিকে তাদের একটি বাড়তি বোঝা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির গম প্রদানে চলে ব্যাপক ঘাপলা।

গরিব ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পুত্র–কন্যারা গম পায়। কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় বেশ কিছু শিক্ষক স্কুল ফাঁকি দেন। কেউবা পড়া ফাঁকি দেন। এজন্যই গম 'ভেট' দিয়ে হাতে রাখেন প্রভাবশালীদের। গম কম দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় প্রায় প্রতিটি স্কুলে।

তবে কিছু কিছু শিক্ষক গম দেবার এই প্রকল্পকে একটি বাড়তি ঝামেলা হিসেবে মন্তব্য করেছেন।